# বাংলাদেশী ফ্রেড হলোস

আনিসুর রহমান

*ডা. হাসান সারোয়ার*

গত নভেম্বরে চ্যানেল 7 বাংলাদেশের ওপর একটা প্রামান্য চিত্র দেখিয়েছিল। নাম Aussie Angles। পেনরিথের নেপিয়ান হাসপাতালের একজন বাংলাদেশী সার্জন, ডাঃ হাসান সারোয়ার কে দেখাগেল সেই এঞ্জেলদের মধ্যে! আসলে তার উদ্যোগেই ৬ জন এঞ্জেলের একটি দল বাংলাদেশে গিয়েছিল। এরা সবাই নেপিয়ান হাসপাতালের ডাক্তার এবং নার্স। এদের সেই সফরের কথা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য চ্যানেল 7 চার সদস্যের একটি ভিডিও টিম পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে। এখানে বলে রাখি Aussie Angles বছরের সেরা প্রামান্য চিত্র নির্বাচিত হয়েছিল। গত ২৫শে ডিসেম্বর এটি পূনঃপ্রচার করা হয়। চ্যানেল 7 এর খ্যাতিমান ভাষ্যকার Anna Coren ডা. হাসানকে তুলনা করেছেন স্বনামধন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ ফ্রেড হলোস এর সাথে। এ সত্যিই এক দুর্লভ সম্মান! কে এই ডাঃ হাসান? কি করেছেন তিনি? এ সফরটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অনেক পেছনে।

ডাঃ হাসানের জন্ম ১৯৬৪ সালে, পাবনা জেলায়। লেখাপড়া করেছেন পাবনাতেই। ডাক্তারী পাশ করেছেন সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৮৯ সালে। মানুষের সেবা করার শপথ নিয়ে শুরু করেন কর্ম জীবন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে। এ সময় অষ্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য প্লাস্টিক এবং ফেসিয়াল সার্জন Dr. Alf Coren দুই সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে আসেন।

জীবনের পরেই মানুষের সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ সম্ভবতঃ তার নিজের মুখ। এই মুখটিই তার মনের আয়না। প্রেম, ভালোবাসা, রাগ, দুখঃ, সৌন্দর্য, ব্যাক্তিত্ব এবং অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের সফলতা বা বিফলতার নির্ধারক। এই মহামূল্যবান সম্পদটি যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বিকৃত হয়ে যায় জন্মলগ্নেই তার ব্যাথা কত নিদারুন হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ আছে যারা ঠোঁট, তালু, দাঁত এবং গালের ত্রুটির কারনে বিকৃত মুখাকৃতি নিয়ে জন্মায়। এদের অনেকের অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ! ওদের খেতে কষ্ট হয়। কথা বলতে কষ্ট হয়। ওরা স্কুলে যেতে পারে না। কেউ ওদের খেলতে নেয় না। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে বলে, মা আমার ঠোট ভাল করে দাও। এদের অনেকের জন্য বিয়ে-শাদী, সংসারতো দূরের কথা; অনেকে ওদের দেখে ভয় পায়। বিনাদোষে মৃত্যুদন্ডের চেয়েও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করে চলেছে ওরা প্রতিদিন।

এই আজন্ম অভিশাপ থেকে অন্ততঃ কিছু মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য বাংলাদেশে গিয়েছিলেন Dr. Coren। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে দূর-দূরান্ত থেকে প্রায় ৫০০ বাবা-মা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে

এসেছিলেন ঢাকায়। কিন্তু দুই সপ্তাহে মাত্র ২০ জনের মুখমন্ডল মেরামত করার সময় পেয়েছিলেন তিনি। বাকী ৪৮০ জনকে শেষ সম্বল খরচ করে ঢাকায় আসার পরেও বুকের ব্যথা বুকে চেপেই ফিরে যেতে হয়েছিল। তাদের কষ্টে "শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির" বক্ষ ভিন্ন হয়নি। শুধু একজন তরুন চিকিৎষকের মন কেঁদে উঠেছিল। তার নাম ডাঃ হাসান। ডাঃ হাসান সারোয়ার। তারুণ্যের এই এক সমস্যা। খুব সহজেই বুকে ব্যথা লাগে। মন চায় কিছু করতে। তিনি Dr. Coren এর কাছে কাজ শিখতে শুরু করলেন। তার কাজে মুগ্ধ হয়েছিলেন Dr. Coren। দেখেছিলেন সম্ভাবনা। তাই দেশে ফিরেগিয়ে ১৯৯৫ সালে ডেকে পাঠালেন তাকে অষ্ট্রেলিয়ায় ৬ মাসের উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য।

সেদিন অনেকেই মনে করেছিলো তিনি এদেশে থেকে যাবেন। কিন্তু ডাঃ হাসান ফিরেগিয়েছিলেন। যোগদেন ঢাকা শিশু হাসপাতালে। পেডিয়াট্রিক সার্জারিতে মাষ্টার্স করার জন্য আবার লেখাপড়া শুরু করেন। থিসিস করেছেন এই বিষয়ের ওপরেই। অবশেষে ১৯৯৯ সালে মানুষের জন্য কিছু করার সুযোগ পেলেন তিনি। পাবনার স্বনামধন্য সার্জন ডা. ওমর আলী। শহরের মধ্যেই তার ক্লিনিক। সে বছর হজ করতে যাবার আগে তিনি ডাঃ হাসানকে তার ক্লিনিক, অপারেশন থিয়েটার, স্টাফ সবকিছু এক মাসের জন্য দিয়ে যান। সুযোগের সদব্যবহার করেন ডাঃ হাসান। কোরবানীর গরুর হাটে এবং আশপাশের গ্রামে মাইকিং করেন। মুখমন্ডল মেরামত করা হবে। ঔষধ, সুই-সুতা, স্যালাইন এসব বাবদ খরচ ধরা হয়েছিল ৫০০ টাকা। বাচ্চারা নড়াচড়া করতে পারে বলে তাদের অপারেশন করতে হয় জেনারেল এ্যানেসথেশিয়া দিয়ে। তার জন্য দরকার বিশেষজ্ঞ। এনেসথেসিস্ট। কোন এনেসথেসিস্ট সে সময় যোগাড় করতে না পেরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন রুগীকে অবশ্যই ১৫ বছরের ওপরে হতে হবে। ৩৫ জন রুগী ছুটে এসেছিল তার ক্লিনিকে। এদের অনেকের বয়ষ ১৫ র নিচে। ডাঃ হাসান এক মহিলার কথা বললেন - তার কোলে ৩ বছরের বাচ্চা, হাতে ২৫০ টাকা, মুখে করুণ মিনতী, "আমার বাচ্চাটার অপারেশন কইরা দাও বাবা। আমি মুরগী বেইচা ২৫০ টাকা আনছি।"

এনেসথেসিস্ট ছাড়া বাচ্চটির অপারেশন করতে পারেননি ডা. হাসান। তবে নিজের বড় ভাই, এনেসথেসিস্ট ডা. খলিলুর রহমানকে নিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিলেন পাবনায়। বিনামূল্যে অপারেশন করেছেন বাচ্চটির এবং আরো অনেকের। ভাগ্যবিড়ম্বিত শিশুদের উপহার দিয়েছেন সুন্দর মুখশ্রী।

হতভাগ্য দেশে ঘটেগেল একটি নিরব বিপ্লব। অনেকেই এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। রুগীদের যাতে খরচ করে ঢাকায় আসতে না হয় তাই বিভিন্ন উপজেলায় ক্যাম্প করতে লাগলেন তারা। প্রতি মাসেই। এসব ক্যাম্পের খরচ যুগিয়েছেন বড় ভাই ডা. খলিলুর রহমানের আমেরিকা এবং কানাডা প্রবাসী বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। ক্যাম্পে ক্যাম্পে চলতে লাগলো দরিদ্র রুগীদের চিকিৎসা এবং সেই সাথে অন্যান্য চিকিৎষকদের প্রশিক্ষন। ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭০ টির মত ক্যাম্প।

২০০১ সালে একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে নিজের থিসিস উপস্থাপনের জন্য সুইডেনে যান ডা. হাসান। সেখানে Smile Train নামে একটি আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের

সাথে আলাপ হয় তার। এরা উন্নয়নশীলদেশে চিকিৎসার খরচ বহন করে থাকে। ভারতে Smile Train এর ২৫ টির মত ক্লিনিক আছে। তাদের বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রন জানান ডা. হাসান। বর্তমানে Smile Train, Operation Cleft (Aust) এবং ডাচ-বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় পরিচালিত অনেকগুলি প্রকল্প বাংলাদেশে এ ধরনের মানবিক সেবা প্রদান করছে।

*ডা. মাসরেকা সারোয়ার (মুক্তি)*

মানুষ বিয়ে করার সময় কতকিছু জানতে চায়। ডাঃ হাসান জানতে চেয়েছিলেন মেয়ে দাঁতের কাজ জানে কিনা! মানুষের মুখমন্ডল মেরামতের সময় চোয়াল এবং দাঁত ও মেরামত করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। এ লাইনের লোক নিজের ঘরে থাকলে সুবিধা হবে। মেয়ে শুধু ডেনটিস্ট হলেই চলবে না এ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। ২০০২ সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের, একসময় তার নিজের ছাত্রী, মুক্তিকে বিয়ে করেন তিনি। আদর্শ সহধর্মিনীর মত বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সাথে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছেন মুক্তি। মা হবার পর এক মাসের বাচ্চা কোলে নিয়েও ক্যাম্পে গেছেন তিনি।

২০০৪ সালে নেপিয়ান হাসপাতালে সার্জনের অফার পান ডা. হাসান। দেশে সরকারী চাকরী থেকে ৫ বছরের ছুটি নিয়ে স্ত্রী এবং ছেলে ইমরান কে নিয়ে আবার চলে আসেন অষ্ট্রেলিয়ায়। থাকেন হাসপাতালের কাছেই, কিংসউডে। থাকেন ঠিকই তবে বসে থাকেন না। নিজের কাজের ওপর অনেকদিন ধরে ঘসে মেজে তিনি একটা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেনটেশন তৈরী করেছেন। যেখানেই যান, যাকেই পান সেই প্রেজেনটেশনটা দেখিয়ে এই সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এমনি একটা প্রেজেনটেশন দেখে উদবুদ্ধ হয়েছিল নেপিয়ান হাসপাতালের কয়েকজন নার্স। চ্যানেল 7 এদের নাম দিয়েছে অজি এ্যাঞ্জেলস। বাংলাদেশের অভিশপ্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য তারা অর্থ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। জন্মনিল একটি নতুন প্রকল্প - Aussi Bangla Smile। বাংলাদেশে একটা ফিল্ড ক্যাম্পের প্রোপোজাল তৈরী করে পাঠানো হলো অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন কোম্পানীর কাছে।

*জীবনতরী*

Woolworth, Target, Cordina Chicken সহ আরো অনেকেই এগিয়ে আসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং স্থানিয় রোটারী ক্লাবের সহযোগিতায় সেইন্ট মেরিস RSL ক্লাবে আয়োজন করা হয় একটি ফান্ড রেইজিং ট্রিভিয়া নাইট। টিকেট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দান করা সামগ্রীর অকশন করে সংগ্রহিত হয় ৩০,০০০ ডলার।

গত ৭ই অক্টোবর অজি অঞ্জেলদের ছোট্ট দলটি বাংলাদেশে যায়, নিজ খরচে। পরদিন থেকেই শুরু হয় কাজ। স্থানীয় ৫/৭ জন সার্জন এবং নার্সও যোগদেন তাদের সাথে। তারা প্রথম ক্যাম্পটি করেন জীবনতরীতে। জীবনতরী যুক্তরাজ্যের ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত একটি ভাষমান হাসপাতাল। নদীমাত্রিক দেশটির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সহায়-সম্বলহীন মানুষের চিকিৎসা করা এর কাজ। এর পরের ক্যাম্প দুটো হয়েছিল ঢাকায়। একটি স্কয়ার হাসপাতালে এবং অন্যটি ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রুগী সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে আসা এবং নিয়ে যাবার গুরু দায়িত্ব পালন করেছে দাতব্য সংগঠন আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম। দুই সপ্তাহে তিনটি ক্যম্পে মোট ৯৪ টি শিশুর ওপর অস্ত্রপচার করেন তারা। ৬ জন অজি এ্যাঞ্জেল ৯৪ জন বাংলাদেশী এ্যঞ্জেলের জীবনে জ্বেলে দিয়েছে আশার আলো। এনে দিয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ।

ডা. হাসানের প্রেরণায় উদবুদ্ধ অনেকেই বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রতিবছর আয়োজন করে চলেছেন অপারেশন ক্যাম্প। এসব ক্যাম্পে একটা বাচ্চার অপারেশন করতে খরচ হয় মাত্র ১৫০ ডলার। এ পয়সা বাংলাদেশের অনেক দরিদ্র বাবা-মার নেই। কিন্তু আমাদের আছে। ইচ্ছা করলে আমরাও হতে পারি একেকজন এ্যাঞ্জেল।

---

ডা. হাসানের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: hsarwar@iprimus.com.au

Aussi Bangla Smile ওয়েবসাইট: http://www.aussibangla.org.au

Bangladesh's Fred Hollows:
http://au.todaytonight.yahoo.com/article/41358/lifestyle/bangladesh-fred-hollows